চট্টগ্রাম বড়ো কাঁদছে

অজয় দাশগুপ্ত

চোখ মেলে আমি প্রথম এই শহরটি দেখেছি। বড় মায়া আর নষ্টালজিয়ার শহর। শরীরে কোথাও কোন খুঁত ছিলনা। রমনীর মত সুন্দর, নিসর্গের মত পবিত্র। তীর্থস্থানও বটে। চট্টগ্রামে প্রবেশের পথেই পাহাড়গুলো দুর্গের মত সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে। বর্গী, ফিরিঙ্গি, জলদস্যু, ডাকাত, তস্কর - কেউ টেকেনি। পর্বত তাকে আগলে রেখেছে। যত অপবিত্রতা অথবা অশুচি - সাগর তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। এই পাহাড়ই ডেকে এনেছে সুফি সাধক, মহাপুরুষদের। কিন্তু প্লাবন ডাকেনি কখনো। কখনো খসে পড়েনি কোন পাহাড়। প্রবাদ আছে হযরত বদর শাহ (রঃ) ছোট পাহাড়ে চাটিতে বসে দীপ জ্বালিয়ে জ্বীন, ভূত অথবা মূলত অন্ধকারকে তাড়িয়েছিলেন। সেই চাটি থেকেই চট্টগ্রাম। আমানত শাহ (রঃ), বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ), মহসেন আউলিয়া (রঃ), মিস্কিন শাহ (রঃ), মাইজ ভাণ্ডার শরিফ সবই পর্বত সবই এক একটি পাহাড়। সুফি সাধকের পূণ্যভূমি আমার জন্মস্থান। পবিত্র সতির দেহাবশেষের কারনেইতো সিতাকুণ্ডের পাহাড়। কৈবল্যনাথের পাহাড় থেকে শক্তি নিচ্ছেন অজস্র পূণ্যার্থী।

বৌদ্ধদের সমস্ত মঠই পাহাড়দিয়ে ঘেরা। এ পাহাড় কখনো টলেনি। সূর্যসেন, প্রীতিলতার পাহাড়ে আজ এ কিসের ধস!

মানুষ বেড়েছে। প্রকৃতিবিনাশে মেতে উঠেছে বর্বর মানব বিরোধীরা। পাহাড়তলী, বাদামতলী, কদমতলী, ঝাউতলী, কাঠতলী, মতিঝর্ণা কোথাও কোন বৃক্ষ নেই। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়না ঐ। রাজনীতি আর সন্ত্রাসের ছায়ায় বেড়ে ওঠা ডাকাতের হাতে চট্টগ্রাম এখন শোকের নগরী। তার হৃদয় খুবলে নিয়েছে সর্বনাশা বৃষ্টির স্রোত। পথে প্রান্তরে ভেষে বেড়াচ্ছে মানুষের লাশ। প্রতিরোধের পাহাড় নেই তাই চট্টগ্রাম আজ কাঁদছে। তার এই বিপর্যয়ে আমরা যারা প্রবাসে আছি তারা কি নিরব থাকবো। আসুন চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াই। জন্মভুমিকে জানিয়ে দেই - তোমার ভয় নেই মা, আমরা তোমার সাথে আছি।

dasguptaajoy@hotmail.com